গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | ৫ - ১১ এপ্রিল ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি ইলেক্টোরাল বন্ড’

বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্বামী

ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনের একটা কথাকে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকর। তাঁর আর একটা পরিচয়ও আছে, তিনি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের স্বামী। তিনি বলেছেন, নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারি শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি। তিনি আরও বলেছেন, এই কেলেঙ্কারির অভিঘাত আরও বহুদূর পর্যন্ত যাবে। এর জন্য ভোটাররা এই সরকারকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেবে। এবারের নির্বাচন বিজেপি বনাম আমজনতার লড়াই হয়ে উঠবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.০৩.২৪)।

শ্রী প্রভাকরকে ধন্যবাদ, তিনি একটা সত্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এই মারাত্মক কেলেঙ্কারির হোতাদের কঠিন শাস্তি দেওয়াটাই জনগণের কর্তব্য। আশা, বিজেপির পাতা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ফাঁদে পা না দিয়ে জনগণ সে কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। নরেন্দ্র মোদির মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদও যে এই আশঙ্কাতেই ভুগছেন, তা স্পষ্ট হল পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীর সাথে তাঁর পরিকল্পিত ফোনালাপের প্রকাশ্য বয়ান দেখে। মোদিজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবার ভোটে জিতলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইডি-সিবিআইয়ের বাজেয়াপ্ত করা তিন হাজার কোটি টাকা এ রাজ্যের গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেবেন।

ভোটের বাজারে মোদিজির নাট্য-দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর স্ক্রিপ্ট একটু কাঁচা থেকে গেছে। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে, টাকা ফেরত দিতে গেলে ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের তদন্ত শেষ করতে হবে তো! পশ্চিমবঙ্গে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির বয়স দশ পেরিয়ে গেলেও বিচারই ঠিক করে শুরু হয়নি। চাকরি দুর্নীতি নিয়ে প্রচার হচ্ছে অনেক, কিন্তু তদন্ত এগোচ্ছে শামুকের চেয়েও ধীরে। মোদিজি গরিবের টাকা ফেরত ও দোষিদের শাস্তি চাইলে, তাঁর এজেন্সিগুলিকে তদন্ত দ্রুত শেষ করতে বাধ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তাল কৃষক আন্দোলনে কাঁপছে ইউরোপের শাসকরা

কৃষক আন্দোলনের জোয়ারে কাঁপছে গোটা ইউরোপ। ব্রিটেন, পোল্যান্ড থেকে স্পেন, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড থেকে রোমানিয়া, গ্রিস, বেলজিয়াম সর্বত্র হাজার হাজার কৃষক পথে নেমেছেন। ট্রাক্টর মিছিল করে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন রাজধানীর দিকে। প্যারিস, ব্রাসেলসের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে ঢোকার রাস্তা অবরোধ করছে অসংখ্য ট্র্যাক্টর। রাষ্ট্রীয় ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অন্নদাতাদের ট্র্যাক্টরের আঘাতে। গত কয়েক মাসে আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি পিছু হটতে শুরু করেছে। ফরাসি, গ্রিক, স্প্যানিশ সরকার বাধ্য হয়েছে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে। ইউরোপের শাসকশ্রেণিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার। ফ্রান্স সরকার বদ্ধপরিকর ছিল ডিজেল ট্যাক্স বাড়ানোর বিষয়ে। আন্দোলনের জোয়ারে সেই সিদ্ধান্তও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ইউরোপের চলমান কৃষক আন্দোলনের নেপথ্যে রয়েছে অনেকগুলি কারণ। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ। কৃষকরা দাবি করছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের এলাকা দখলের লড়াই তাঁদের পেটে লাথি মারছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি কুফল যেমন এই কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কারণ, তেমনই জলবায়ু বিপর্যয় ঠেকানোর নামে নানা সরকারি বিধিনিষেধও কৃষকদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কৃষকরা কৃষি থেকে লাভ

তিনের পাতায় দেখুন

আমৃত্যু বিপ্লবী, পলিটবুরো সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপালের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল ৩০ মার্চ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বার্তায় তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং কেরালায় পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে তাঁর বিশেষ অবদান ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের সমস্ত দফতরে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ১ এপ্রিল তাঁর শেষকৃত্য ও স্মরণসভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী বন্ডের আশীর্বাদেই
বিদ্যুতের দাম যথেচ্ছ বাড়িয়ে চলেছে সিইএসসি

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) -র সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ২৬ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, কয়েকদিন ধরে 'নির্বাচনী বন্ড' নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন চলছে। সংবাদে প্রকাশিত, কেন্দ্রের শাসক দল ও সংসদীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতোই বর্তমান রাজ্য সরকারি দল একচেটিয়া পুঁজিপতি গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে নির্বাচনী বন্ডে কয়েকশো কোটি টাকা নিয়েছে। শুধু হলদিয়া এনার্জি থেকেই নিয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।

দেখা যাচ্ছে, এর ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের (পিডিসিএল) থেকে অনেক কম দামে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হলদিয়া এনার্জি থেকেই কয়েক গুণ বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার হিসাব দেখিয়ে বারবার বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন সিইএসসি, যা বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ বিরোধী। অ্যাবেকা প্রতিবারই ওই অযৌক্তিক হিসাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং বিদ্যুতের মাশুল কমানোর জন্য পিডিসিএল-এর থেকে বিদ্যুৎ কেনার দাবি জানিয়েছে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কী কারণে প্রতিবারই সিইএসসি-র বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

অন্যদিকে রাজ্য সরকারি সংস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি বিদ্যুতের দাম কমালে পাছে সিইএসসি-রও দাম কমাতে হয়, তাই দাম কমানোর বাস্তব অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এসইডিসিএল-র বিদ্যুতের মাশুলও কমানো হয়নি।

২০১৬-১৭ বর্ষ থেকে দেশীয় কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, কয়লার উপর জিএসটি ৭ শতাংশ কম, কোম্পানির টিডি লস ২ শতাংশ কম হওয়াতে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে অ্যাবেকা। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ২০১৬-১৭ বর্ষে গড় দাম ছিল ইউনিট প্রতি ৭ টাকা ১২ পয়সা, সিইএসসি-র ছিল ৭ টাকা ৩১ পয়সা। বর্তমান বর্ষেও বিদ্যুতের গড় দাম একই আছে, এক পয়সাও কমানো হয়নি।

সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঘাড় মটকে দুটো কোম্পানিরই বিগত বছরগুলিতে প্রতি বছরই আইনসম্মত সাড়ে ষোল শতাংশ মুনাফা ছাড়াও শত শত কোটি টাকা অতিরিক্ত সাশ্রয় হয়েছে। ওই টাকাতেই বন্টন কোম্পানির ঝাঁ চকচকে অফিস বাড়ি হয়েছে, গোয়েঙ্কা শত শত কোটি টাকা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকারি দলকে দিয়েছে, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অপ্রয়োজনীয় কয়েক লক্ষ টাকার ভাড়ায় নিউ টাউনে অফিস হয়েছে। অ্যাবেকার দাবি—রাজ্যের এই দুটি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির অ্যাকাউন্ট সিএজি-কে দিয়ে তদন্ত করা হোক ও তার রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। অন্যদিকে দুটো কোম্পানিরই বিদ্যুতের মাশুল কমাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ইলেক্টোরাল বন্ড কার্যত তোলা আদায়ের শিল্প

একের পাতার পর

করতেন। এজেন্সিগুলি কেন্দ্রীয় শাসকদের রাজনৈতিক লাভের দিকে লক্ষ রেখে মামলা টেনে চলার নির্দেশপ্রাপ্ত কি না, প্রশ্ন সেটাও! সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও ইডির সমালোচনা করে বলেছে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করার চেয়ে মামলাকে দীর্ঘায়িত করে বিনা বিচারে আটকের দিকেই ইডির আগ্রহ বেশি। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গের কেন, অন্যান্য রাজ্যের উদ্ধার হওয়া টাকাগুলো কোথায় যাবে? এ ছাড়া কোভিডের সময় 'পিএম কেয়ারস ফান্ড' নামে বেসরকারি তহবিলে সরকারি-বেসরকারি দুই পক্ষের থেকেই হাজার হাজার কোটি টাকা ঢুকেছিল। তার হদিশ কোথায়? ওই টাকাগুলোও জনগণকে ফিরিয়ে দিন মোদিজি!

আরও প্রশ্ন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে যত টাকা বিজেপি পকেটে ভরেছে তা ফেরত দেওয়ার কথা তিনি বললেন না কেন? মোদিজি গদিতে বসার প্রথম দিকে বলতেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। তারপর ক্রমাগত সে লজ্জ তাঁর মুখ থেকে হারিয়ে গেছে। রাফাল বিমান কেলেঙ্কারি কোনও রকমে চাপা দিয়েছেন। মোদিজির বিশেষ বন্ধু আদানি সাহেবের শেয়ার কেলেঙ্কারিও কার্পেটের তলায় চাপা পড়েছে। কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষক সিএজি তাদের রিপোর্টে নানা গরমিলের কথা তুললেও বিরোধী পক্ষের চূড়ান্ত নড়বড়ে দশার সুযোগে তাও ফাইলের স্তূপে লুকিয়ে ফেলা গেছে। কিন্তু এই বিরাট আকারের বন্ড কেলেঙ্কারিকে চাপা দেবেন কী দিয়ে?

বিশ্ব জেনে গেছে পুঁজিপতিদের থেকে গোপনে টাকা নিয়ে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার শর্তেই ইলেক্টোরাল বন্ড চালু করেছিল বিজেপি। আর পুঁজিপতিরা তো বিজেপি সহ সমস্ত বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলকে টাকা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েই আছে। কারণ এই সমস্ত দলগুলোই পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা দল পায় সবচেয়ে বেশি। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা দল, বিরোধী হিসাবে আগামী দিনে সরকারে যাওয়ার লাইনে দাঁড়ানো দলগুলো তুলনামূলক কম পায়। কিন্তু পুঁজিপতিরা এদের কাউকেই একেবারে নিরাশ করে না। এ জন্যই বিজেপি নির্বাচনী বন্ড থেকে ৬,৯৮৬ কোটি টাকা পেলেও তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১,৩৯৭ কোটি টাকা, কংগ্রেস পেয়েছে ১,৩৩৪ কোটি টাকা। অভিযোগ, বিজেপির বিপুল প্রাপ্তির পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়-মূল্য।

নির্বাচনী বন্ডকে কার্যত তোলা আদায়ের শিল্পে পরিণত করতে পেরেছে বিজেপি। ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের তদন্তের আওতায় থাকা ৪১টা কোম্পানি বিজেপির তহবিলে ইলেক্টোরাল বন্ড মারফত ২,৪৭১ কোটি টাকা ঢেলেছে। কোম্পানিগুলো ১,৬৯৮ কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছে তাদের দফতরে ইডি, সিবিআই বা আয়করের তল্লাশির অল্প কিছুদিনের মধ্যে। ফিউচার গেমিং লটারি সংস্থা আয়কর এবং ইডি তল্লাশির তিন মাসের মধ্যে বিজেপির তহবিলে ৬০ কোটি টাকা দিয়েছে। দিল্লির অবগারি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানো অরবিন্দ ফার্মার মালিক গ্রেপ্তারের তিন মাসের মধ্যে ৫ কোটি টাকা এবং মোট ৩৪.৫ কোটি টাকা ঢালায় সেই মালিক এখন 'অভিযুক্ত' থেকে 'রাজসাক্ষী'-তে পরিণত হয়েছেন। তাঁর আরও এক কোম্পানি ১০ কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়ে শুদ্ধ হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরা এবং ডিএলএফ কোম্পানির জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে জলঘোলা হওয়ার পর ডিএলএফ-এর তিনটি শাখা মিলে ১৭০ কোটি টাকা বিজেপিকে দেওয়ার পর হরিয়ানার বিজেপি সরকার হাইকোর্টে জানিয়েছে এই জমি নিয়ে কোনও দুর্নীতি হয়নি। এ ছাড়াও আছে শেল কোম্পানি বা ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে টাকা ঢালা। বড় বড় ধনকুবেররা কোটি কোটি টাকা ঢেলেছে বেনামে অন্য কোম্পানির নামে। আম্বানিদের শেল বা খোলস কোম্পানি হিসাবে কাজ করেছে 'কুইক সাপ্লাই চেন'। এরা ৩৭৫ কোটি টাকা ঢেলেছে বিজেপির তহবিলে। এই রকম কিছু কোম্পানি নিজেদের ঘোষিত মুনাফার ৬ গুণের বেশি টাকা নির্বাচনী বন্ডে ঢেলেছে। এরা কালো টাকা সাদা করার মেশিন হিসাবে কাজ না করলে এমনটা নিশ্চয়ই ঘটতে পারত না! টাকার মালিক হওয়া এবং নির্বাচনে লড়া এতটাই মিলে মিশে গেছে যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন, দক্ষিণ ভারত থেকে লোকসভা ভোটে লড়তে গেলে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ঢালতে হয় তা তাঁর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। আজকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নির্ণায়ক শক্তি যে টাকা— তা আরও একবার উঠে এল।

স্বাভাবিকভাবেই, পুঁজিপতিদের থেকে পাওয়া এই বিপুল পরিমাণ টাকা ঢেলে নির্বাচনে যে পার্টি জিতবে তারা জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থই দেখবে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বাস্তবে গত দশ বছরের শাসন কালে বিজেপি পুঁজিপতিদের পায়ে অঞ্জলি দিতে জনগণের স্বার্থকেই বলি দিয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে পর্যন্ত পুঁজিপতিদের মুনাফার পণ্য করে তুলেছে বিজেপি।

জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সম্পদও আজ একচেটিয়া পুঁজির কুক্ষিগত। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে পুঁজিপতি শ্রেণির সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেবক এই বিজেপিকে পরাস্ত করা আজ জনগণের নিজের স্বার্থেই জরুরি। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে স্বাভাবিকভাবেই এবারের নির্বাচন বিজেপি বনাম ভারতের জনগণের লড়াই।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জন রূপনারায়ণপুর লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড অরুণ গড়াই প্রায় দু-বছর রোগভোগের পর ২৫ মার্চ বাঁকুড়া শহরের জুনবেদিয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

কমরেড অরুণ গড়াই ১৯৮১-তে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থেকে চাকরি সূত্রে রূপনারায়ণপুরে আসেন। এই এলাকায় দলের সংগঠকদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তিনি এসইউসিআই(সি) দলের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে কলকাতার ঐতিহাসিক বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে হিন্দুস্থান কেবলস কারখানায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিক ইউনিয়ন হিন্দুস্তান কেবলস মেন্স ইউনিয়ন গঠনে এবং পার্টির সমস্ত কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কর্মরত অবস্থায় আন্দোলন করতে গিয়ে একবার পুলিশ এবং হিন্দুস্থান কেবলসের রক্ষী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণে তাঁর প্রাণ বিপন্ন হয়েছে, কয়েকবার সাসপেন্ড হতে হয়েছিল তাঁকে। হিন্দুস্থান কেবলস কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্রও করেছিল। কমরেড অরুণ গড়াই লোকাল কমিটির এলাকার বাইরেও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কয়লা খনি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করে গেছেন। নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা এবং ছাত্র যুব শ্রমিক সহ মেহনতি জনতার প্রতি দরদবোধ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। আর এই গুণের জন্যই সদাহাস্যময় কমরেড অরুণ বহু মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। যে কোনও মানুষের বিপদে কমরেড গড়াই ছুটে যেতেন। দল-প্রভাবিত যে কোনও আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকতেন তিনি। বেশ কয়েকবার আন্দোলনে তাঁর রক্ত ঝরেছে, কারারুদ্ধ হয়েছেন। সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও পুলিশি আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন সাহসের সাথে। তিনি পরিবারকেও দলের সাথে যুক্ত করে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক নিধনকারী নীতির ফলে ২০১৭ সালে কমরেড অরুণ গড়াই সহ হিন্দুস্তান কেবলস কোম্পানির হাজার শ্রমিক স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হন। রূপনারায়ণপুর ছেড়ে বাঁকুড়া শহরে চলে যাওয়ার পর সেখানে শুরু হয় তাঁর সংগ্রামের আরেক অধ্যায়। অতি অল্প সময়েই তিনি বাঁকুড়া শহরের কমরেডদের আপনজন হয়ে ওঠেন।

তাঁর অকালপ্রয়াণে দল হারাল উদার হৃদয়ের নির্ভরযোগ্য এক কর্মীকে।

কমরেড অরুণ গড়াই লাল সেলাম

ইউরোপে ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যারিকেড

একের পাতার পর

করতে পারছেন না। তাঁরা এর জন্য দায়ী করছেন তাঁদের দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে।

ইউরোপের সার্বিক পরিস্থিতি মোটেই সুবিধার নয়। ২০২৩ সালে খাবারের ক্রয়মূল্য বেড়েছে ৭.৫ শতাংশ, কিন্তু কৃষকরা যে দামে ফসল বিক্রি করেন তা কমেছে প্রায় ৯ শতাংশ। অর্থাৎ পরিস্থিতি একদমই ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার মতো। সেই সঙ্গে সুদের হার বেড়েছে অনেকখানি। তার ফলে কৃষিঋণ পরিশোধ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে কৃষকদের জন্য। ভর্তুকির ৮০ শতাংশ এমনিতেই যায় ২০ শতাংশ সবচেয়ে ধনী কৃষকের কাছে। ফলে সবথেকে বেশি সংকটে পড়ছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা। রাজপথে নেমে আসা ছাড়া তাঁদের অন্য উপায় নেই।

কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিলে অবরুদ্ধ জার্মানির রাজধানী বার্লিন

কৃষিসংক্রান্ত ভর্তুকি পাওয়ার বিষয়টিও জটিলতর হয়ে উঠছে। ভর্তুকি পাওয়ার জন্য দেখাতে হয় যে কৃষিপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের বেঁধে দেওয়া নানা রকম বিধিনিষেধ ঠিক ভাবে মানা হচ্ছে। এই সমস্ত বিধিনিষেধ, যেমন কীটনাশক বা রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা বা খুব সীমিত পরিমাণে করা— মানার ফলে একদিকে কমছে কৃষকদের আয়, অন্য দিকে বিধিনিষেধ না মানতে পারা বা কাগজপত্রে সে সব যথাযথভাবে দেখাতে না পারার ফলে ভর্তুকি পাওয়ার প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে পড়ছে। ইউরোপের অনেক জায়গাতেই সরকারি কাজে বিপুল পরিমাণ কাগজপত্র লাগে, প্রচুর ফর্ম দাখিলের ব্যাপার থাকে এবং কাজও হয় ঢিমে তালে— বিশেষত দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোতে। কাজে অনেক সময় হিসাবরক্ষক বা উকিলের পরামর্শ লাগে। ভর্তুকি এবং করছাড় তুলে নেওয়ার ফলে ডিজেলের দাম বেড়েছে, যে কারণে জার্মানি ও ফ্রান্সের কৃষকরা প্রবল অসন্তুষ্ট। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গ্রিন ডিল তাদের পক্ষে খুবই অলাভজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইউক্রেনে সাম্রাজ্যবাদীদের দুই শিবিরের যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন থেকে উৎপাদিত সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিধিনিষেধ না মানা ইউক্রেনের সস্তার খাদ্যদ্রব্যে (বিশেষত রুটিজাতীয়) ইউরোপের বাজার ছয়লাপ, যার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইউরোপের কৃষকরা এঁটে উঠতে পারছেন না। কারণ বিধিনিষেধ মেনে এত সস্তায় উৎপাদন তাঁদের পক্ষে সম্ভব না। কৃষকদের দাবি, ইউক্রেনের সস্তা খাদ্যদ্রব্য আমদানির ফলে শুধু ২০২৩-এই খাদ্যপণ্যের মূল্য পড়েছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ।

পোল্যান্ডের কৃষকরা চাইছিলেন আমদানি রোখার জন্য ইউক্রেনের সঙ্গে পোল্যান্ডের সীমান্ত আটকে দিতে। তাঁদের আন্দোলনের মুখে পড়ে সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউক্রেন থেকে আমদানির ঊর্ধ্বসীমা কমাতে বাধ্য হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ শহরের পাশাপাশি বন্দরগুলিও অবরোধ করা হচ্ছে। বেলজিয়ামের কৃষকরা সম্প্রতি ডাচ সীমান্ত আটকে দিয়েছিলেন। পোলিশ কৃষকরা ৩০ ঘণ্টা অবরোধ করেছিলেন ইউক্রেনের সীমান্ত। বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের বাইরেও। অজস্র ট্র্যাক্টরের ব্যারিকেড ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ঘিরে ফেলেছিল। কৃষকরা টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন। বহু মূর্তি ভেঙে ফেলেন। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের দিকে পাথর ও ডিম বৃষ্টি হয়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই আন্দোলনের নিশানায় আছে বড় বড় কর্পোরেট সুপারমার্কেট এবং হোলসেল একচেটিয়া ব্যবসায়িক চক্রও। বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সে সুপারমার্কেটের বাইরে প্রবল বিক্ষোভ হয়েছে। প্যারিসের ৫৭০ একরের একটি হোলসেল মার্কেট ঘেরাও করে রেখেছিলেন কৃষকরা। স্পেনের কাটালুনিয়ার কৃষকরা বার্সেলোনায় ইউরোপের সবচেয়ে বড় কর্পোরেট হোলসেল মার্কেট অবরোধ করেছেন।

কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ আন্দোলন তাঁদের 'রক্ষণশীল' এবং ধনী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফরাসি কৃষক সংগঠন এফএনএসইএ-র ধনকুবের নেতারা আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করেছেন, 'আমরা কৃষকদের শান্ত হতে বলছি। বিবেচকের মতো আচরণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। কিন্তু তাঁরা সে কথা কানে তুলছেন না।' ইউরোপের সর্বত্র রাষ্ট্রযন্ত্রেরও কার্যত পা কাঁপছে। কৃষক বিদ্রোহ ঠেকাতে ১৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন করেছিল ফরাসি সরকার। তার প্রেক্ষিতে ফ্রান্সের পুলিশ ইউনিয়ন সরকারকে জানিয়েছে, গায়ের জোরে কৃষক আন্দোলন দমন করতে গেলে সমাজের অন্য অংশগুলিকেও আন্দোলনে টেনে আনা হবে। তার ফলে সৃষ্টি হবে বিস্ফোরক পরিস্থিতি। গোটা ব্যবস্থাই বিকল হয়ে পড়বে।

এই গোটা আন্দোলনের সুফল তোলার চেষ্টা করছেন অতি দক্ষিণপন্থীরা। কিন্তু জার্মানির অল্টারনেটিভ ফর জার্মানির মতো অতি দক্ষিণপন্থী দলের নীতিও কৃষকদের পক্ষে নয়। ফলে এই আন্দোলন অমিত সম্ভাবনাময়। এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের রাজনৈতিক শক্তি কৃষক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করছে না। বিপ্লবী কমিউনিস্ট শক্তি বা বামপন্থী প্রগতিশীলরা চেষ্টা করছেন সর্বতোভাবে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে। তাঁদের সেই চেষ্টা কতখানি সফল হয় তার উপরে বহু কিছু নির্ভর করছে।

তবে দুটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ প্রথমত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দেশে দেশে বুর্জোয়া সরকারগুলির ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছেন কৃষকরা, দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয়ভাবে থেকেই কমিউনিস্টরা অতি দক্ষিণপন্থীদের প্রতিহত করতে পারবেন। আন্দোলনের ময়দান থেকে দূরে বসে কেবলমাত্র বিচার বিশ্লেষণ করলে দক্ষিণপন্থীদের খোলা মাঠ ছেড়ে দেওয়া হবে। নেদারল্যান্ড বা জার্মানিতে কৃষকরা জনসংখ্যার ১ শতাংশ, ফ্রান্সে ২.৫ শতাংশ। তা সত্ত্বেও তাঁদের ট্রাক্টর মিছিলের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে এ সব দেশের সরকার। এর থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণির। কৃষকরা দেখাচ্ছেন আন্দোলন যদি গণসমর্থনে গতিবেগ পায় এবং ছকে বাঁধা পথ পরিত্যাগের সাহস দেখায়, তা হলে বহু কিছুই ঘটা সম্ভব।

কর্পোরেটকে পাহাড় বেচতেই কি লাদাখ কেন্দ্রশাসিত

লাদাখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ২৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

পার্লামেন্টে সংগরিষ্ঠতার জোরে অগণতান্ত্রিকভাবে ৩৭০ ধারা বাতিলের ধারাবাহিকতাতেই জম্মু-কাশ্মীরকে দ্বিখন্ডিত করে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে কেন্দ্র সরকার। লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের রক্ষাকবচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই উনিশের লোকসভা ভোট এবং কুড়ির পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভোটে জেতে। দীর্ঘ টালবাহানার পর বিজেপি সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল হবে না।

লাদাখে এখন না আছে স্থানীয়দের জন্য সংরক্ষণ, না আছে গণতান্ত্রিক কাঠামো। এখানে বিধানসভা নেই, নির্বাচিত নেতা নেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি আমলাতান্ত্রিক শাসন চলছে। আর এই শাসনে কর্পোরেট পুঁজির অবাধে চলছে জমি দখল ও বেপরোয়া খননকার্য, যা লাদাখের বাস্তুতন্ত্র, জাতিগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। লাদাখবাসীর প্রশ্ন, পাহাড়গুলোকে বিভিন্ন কর্পোরেট শিল্প সংস্থা আর খনি সংস্থার কাছে বেচে দেওয়াটাই লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার আসল উদ্দেশ্য নয় তো?

ক্ষুব্ধ লাদাখবাসীর আন্দোলন তীব্র হয়েছে ম্যাগসাইসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন শুরু হওয়ার পর। খোলা আকাশের নিচে মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের হাড় কাঁপানো শীতে তিনি রাত কাটাচ্ছেন। আমাদের আশংকা যে কোন মুহূর্তে এই মানুষটির জীবন সংশয় হতে পারে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে লাদাখবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে লাদাখের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ন্যক্কারজনক প্রতারণার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে লাদাখবাসীর ন্যায়সঙ্গত এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরির দাবি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র

কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিনের কাজের (মনরেগা) সামান্য মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, গ্রাম ও শহরের কর্মহীন শ্রমিকদের বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল এই মনরেগা প্রকল্প। আমাদের সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠন বার বার দাবি করেছে মজুরি ও কাজের দিন বৃদ্ধির। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে এতদিন কোনও গুরুত্বই দেয়নি। হঠাৎ লোকসভা ভোট ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ঘোষণা করেছে একশো দিনের কাজের মজুরি বৃদ্ধির কথা, যা কার্যকর হবে ১ এপ্রিল থেকে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ৫.৫ শতাংশ। বর্তমানে চালু দৈনিক মজুরি ২৩৭ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২৫০ টাকা। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে এই মজুরি বাড়ানো হবে ১০.৩ শতাংশ, গুজরাটে ৯.৪ শতাংশ এবং কর্ণাটকে ১০.৪ শতাংশ। আমরা এ রাজ্যে মজুরির ক্ষেত্রে এই সামান্য বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি রাজ্যে রাজ্যে মজুরি বৃদ্ধির শতাংশ হারের পার্থক্যেরও তীব্র বিরোধিতা করছি।

কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি না থাকায় আমাদের দেশের কোটি কোটি কর্মক্ষম যুবক পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আমাদের দাবি ঃ

১) মনরেগা প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে কমপক্ষে ২০০ দিন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। ২) এই প্রকল্পের দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৭০০ টাকা করতে হবে এবং ৩) সারা দেশে প্রকল্পের শ্রমিকদের সমান মজুরি করতে হবে।

তমলুক ও কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী গণআন্দোলনের দুই নেতা

লোকসভা নির্বাচনে তমলুক ও কাঁথি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রার্থী যথাক্রমে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও মানস প্রধান। ১৯ মার্চ তমলুকের দলীয় দফতরে এ বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি ও দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক অশোকতরু প্রধান, দুই প্রার্থী নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও মানস প্রধান সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তমলুকে সাংবাদিক সম্মেলন। ১৯ মার্চ

সাংবাদিকদের উদ্দেশে কমরেড প্রণব মাইতি বলেন, তমলুক কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ছাত্রাবস্থায় দলের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। বর্তমানে তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ও পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশি সমস্যা সমাধানের দাবিতে দলমত নির্বিশেষে মানুষজনকে নিয়ে 'কৃষক সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে কোলাঘাট ব্লকে কংসাবতী নদীর ভয়াবহ বন্যার সময় দুর্গতদের উদ্ধার-ত্রাণ-ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাণঘাতী পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, ব্লক এলাকার দেউলিয়া-খন্যাডিহি, সিদ্ধা-বৃন্দাবনচক, সিদ্ধা-পীতপুর সহ বিভিন্ন রাস্তা পিচ বা কংক্রিটের করা, এলাকায় চোলাই মদের ভাটি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে বহু আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ীদের স্বার্থে ফুলবাজার সহ নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জেলার হোসিয়ারি শ্রমিকদের মজুরি ও বোনাসবৃদ্ধি, জেলার রূপনারায়ণ নদী ও সোয়াদিঘি খাল সহ বিভিন্ন নিকাশি খাল সংস্কার, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের মাধ্যমে দুই মেদিনীপুরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাস চলাচলের নানা অব্যবস্থা দূরীকরণ প্রভৃতি দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড অশোকতরু প্রধান বলেন, কাঁথি কেন্দ্রে দলের প্রার্থী প্রাক্তন ছাত্রনেতা কমরেড মানস প্রধান কাঁথি শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, গণআন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক মানস শহরবাসীর জীবনের নানা সমস্যা সহ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ আন্দোলনে, ইয়াস ঝড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শ্রমিক-কৃষকদের নানা ন্যায্য দাবিতে, বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা বন্ধ করা, কেলেঘাই-বাগুই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বারচৌকা বেসিন ও খালগুলি সংস্কার, দীঘা-পাঁশকুড়া-হাওড়া লাইনে পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করছেন তিনি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আরও বলেন, এই দুই প্রার্থী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের নীতি, সরকারের নানা দুর্নীতি, বেকার সমস্যা, নারী নির্যাতন, সিএএ-এর বিরোধিতায় বিভিন্ন আন্দোলনে ভূমিকা নেন।

এই আন্দোলনগুলির পাশাপাশি পার্টি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন ব্লকের গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়ন, তমলুক-হলদিয়া-পাঁশকুড়ায় রেললাইনের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণ, দীঘা ও হলদিয়া লাইনে ট্রেনের সংখ্যাবৃদ্ধি, ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দেউলিয়ায় আন্ডারপাস নির্মাণ, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সহ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে জেলাব্যাপী যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিক হলেন কমরেড নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও কমরেড মানস প্রধান। তাঁরা লোকসভার অভ্যন্তরে জেলার এইসব সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোচ্চার হবেন।

সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের এই দুই প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান তাঁরা।

জেলার সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে চান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার চার এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী

'এই নির্বাচনে একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে 'এনডিএ' আর এক দিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া'— প্রধানত এই দু'টি বুর্জোয়া জোটই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দুই পক্ষই ভুরি ভুরি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং টাকার থলি নিয়ে এই নির্বাচনে নেমে পড়েছে।' —২৬ মার্চ বারুইপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থীদের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে দলের প্রাক্তন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এ কথা বলেন।

তাঁরা বলেন, মানুষ চায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, কিন্তু তৃণমূল অতীতের কংগ্রেস ও সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভোট জালিয়াতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে তা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণ দেখেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও এই জেলায় তৃণমূল ইতিমধ্যেই গুণ্ডাগিরি শুরু করেছে। বাসন্তী, ভাঙড়, ক্যানিংয়ে তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। ২২ মার্চ বাসন্তীর ভরতগড় বাজারে আমাদের দেওয়াল লিখন জোর করে বন্ধকরেছে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও বিজেপি ছাড়া অন্যদের অভিযোগ শুনছেই না। দেশ-জুড়ে বিরোধীদের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ইডি-সিবিআই লাগিয়ে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে শাসক বিজেপি। ইলেক্টোরাল বন্ড, পিএম কেয়ার ফান্ড, ব্যাপম কেলেঙ্কারি— এ সবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই।

বারুইপুরে সাংবাদিক সম্মেলন। ২৬ মার্চ

যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড কল্পনা দত্ত নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সর্বভারতীয় স্তরের নেত্রী। আজ সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে নারীর ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি নির্বাচিত হলে সংসদে নারীর অধিকার রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্কর যুব আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা এবং যুবকদের স্থায়ী কাজের দাবিতে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলছেন। মথুরাপুরের প্রার্থী কমরেড বিশ্বনাথ সরদার হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দিন-মজুরদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের একজন নেতা। ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী কমরেড রামকুমার মণ্ডল নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দল পরিচালিত গণআন্দোলনের এঁরা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। ফলে নির্বাচিত হলে সংসদে এঁরা যোগ্যতার সংগে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, নির্বাচিত হলে জেলার যে সমস্যাগুলি নিয়ে সংসদে এঁরা সোচ্চার হবেন তার কয়েকটি হল ঃ

১) সুন্দরবন এলাকায় শ্রম নির্ভর শিল্প স্থাপন করতে হবে। ফলতা ফিটেডজোনের সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হবে।

২) সারের কালোবাজারি বন্ধ, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতির দাম কমাতে হবে। উৎপাদিত ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করতে হবে।

৩) শিয়ালদহ দক্ষিণের সমস্ত শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু করতে হবে। প্রস্তাবিত জয়নগর থেকে রামগঙ্গা ভায়া রায়দিঘী রেলপথ স্থাপন করতে হবে। বজবজ-পূজালী-বিড়লাপুর-রায়পুর হয়ে ফলতা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে।

৪) সুন্দরবনকে বাঁচাতে সুউচ্চ কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরি করতে হবে।

৫) সুন্দরবনবাসীর জীবন জীবিকা হরণকারী আইন চালু করে জলে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না।

৬) জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি সহ সমস্ত কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, আমাদের প্রত্যাশা জনসাধারণ সংগ্রামী বামপন্থার প্রতিনিধি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবেন।

মনোনয়ন পেশ দার্জিলিং-এর প্রার্থীর

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থী কমরেড ডাঃ শাহরিয়ার আলমের মনোনয়ন জমা দিতে দার্জিলিং জেলাশাসকের দপ্তরে সমবেত হন দলের কর্মী-সমর্থকরা। দলের পাহাড়ের কর্মীদের পাশাপাশি সমতল থেকেও ডাঃ আলমের সাথে এসেছিল ছাত্র ও যুবশক্তির স্রোত। মিছিলে সেদিন মুখরিত ছিল দার্জিলিং পাহাড়।

মনোনয়ন পেশ করতে জেলাশাসক দফতরে দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে প্রার্থী কমরেড শাহরিয়ার আলম

নির্বাচন উপলক্ষে ২৩ মার্চ নির্বাচনী কর্মীসভা হয় দার্জিলিং-এর জিটিএস ক্লাব হলে। আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ মৃদুল সরকার ও দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

২৫ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৫ মার্চ ২০২৪ ALI

১২০০ টাকা নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী এসইউসির চন্দন

অভিজিৎ ঘোষ

ভোটবাদ্যি

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ : পেশায় কৃষিশ্রমিক। নিজেদের নামে নেই কোনও জমি। হাতে রয়েছে মাত্র ১২০০ টাকা। আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার ৫০০ টাকা। এই সম্বল নিয়ে ভোটের ময়দানে নেমেছেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে এসইউসিআই প্রার্থী চন্দন ওরাওঁ। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই করার জন্য এখনও পর্যন্ত তিনজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তৃণমূল ও বিজেপির দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর সঙ্গে চন্দনও রয়েছেন।

হেভিওয়েট প্রার্থীদের সম্পত্তির বহরের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন চন্দন। নির্বাচন কমিশনে যে হলফনামা দিয়েছেন প্রার্থীরা সেখানে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইকের হাতে রয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। আর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার তিন টাকা।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী মনোজ টিগ্গার হাতে রয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৪১২ টাকা। সেই দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে চন্দন। হলফনামায় দেওয়া তথ্য অন্তত সেই কথাই বলছে। এদিন এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার বাবার কিছু জমি রয়েছে। আমরা দুই ভাই সেখানে কাজ করি। ওই জমিতে চাষ করে উপার্জন হয়। আরেক ভাই বাইরে কাজ করে।' হলফনামায় চন্দন জানিয়েছেন, ওঁর নামে ব্যাংকের কিছু টাকা ছাড়া আর কোনও স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি নেই। কিন্তু যখন হেভিওয়েট দলের বিরুদ্ধে ভোটে লড়তে হবে তখন সেই খরচ কীভাবে চলবে? এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'দল সাহায্য করছে। এছাড়া, বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদা তুলে ভোটে লড়ব।'

ফালকাটার হরিনাথপুরের বাসিন্দা চন্দনের সম্পত্তির পরিমাণ কম থাকলেও প্রচারে কোনওরকম খামতি রাখতে নারাজ প্রার্থী। প্রতিদিনই বের হচ্ছেন প্রচারে। লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন। দলের তরফে কোনও বড় প্রচার নয়। বরং ছোট পাড়া বৈঠক ও পথসভার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এসইউসিআইয়ের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন, 'তৃণমূল, বিজেপির কাছে অর্থবল-লোকবল থাকতে পারে। তবে আমাদের দলের মতো নিষ্ঠাবান কর্মী পাবে না। আমরা চাঁদা তুলে ভোট করব। ভালো লড়াই দেব।'

একনজরে

- প্রার্থীর নিজের কোনও জমিজায়গা নেই
- অন্যের জমিতে চাষ করে দিনগুজরান
- হাতে ১২০০ টাকা আর ব্যাংকে প্রায় ২৫ হাজার টাকা

তুফানগঞ্জে কর্মীদের সঙ্গে ভোট প্রচারে এসইউসিআই প্রার্থী চন্দন ওরাওঁ।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ছাত্রদের উপর আক্রমণ

বিদ্বেষের রাজনীতিরই ফল

এতদিন পর্যন্ত যে আক্রমণ দেশীয় নাগরিকদের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ বার তার শিকার হলেন বিদেশি তথা অতিথি নাগরিকরাও। ঘটনাটি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক বিদেশি ছাত্র যখন সেখানে রমজান উপলক্ষে নমাজ পড়ছিলেন, একদল হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতী— কেন তাঁরা ছাত্রাবাসের মধ্যে নমাজ পড়ছেন, এই প্রশ্ন তুলে তাঁদের আক্রমণ করে, ঘরে ভাঙচুর চালায় এবং ল্যাপটপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়। দুষ্কৃতীরা তাঁদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করে। আহত তিন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

এই ছাত্ররা শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান ও আফ্রিকা থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই নিয়ে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ আসে। প্রশাসন নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্ট বিদেশি দূতাবাসগুলি থেকে ছাত্রদের উপর এই হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই চাপের মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতীকে আটক করে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিদেশি ছাত্রদের উপর দুষ্কৃতীরা এই আক্রমণ চালাতে সাহস পেল কী করে? এর উত্তরটি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাফাইয়ের মধ্যেই রয়েছে। তিনি বলেছেন, শুধু নমাজ বিদেশি ছাত্রদের উপর হামলার কারণ হতে পারে না। স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ছাত্রদের অজ্ঞানতা, ছাত্রদের আমিষ খাওয়া ও উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখা, এই সবই হামলাকারীদের উস্কে থাকবে। বিদেশি ছাত্রদের স্থানীয় সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে শেখানোর প্রয়োজন আছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুষ্কৃতীরা ইতিমধ্যেই উপাচার্যকে তাঁদের অপছন্দ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং উপাচার্য নিজেও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সহমত। সব মিলিয়ে এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গণতান্ত্রিক একটি দেশে ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের অধিকার সকলেরই রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মাচরণ সমর্থনযোগ্য না হলেও ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকরা সেই নীতিকে কখনওই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। ফলে সরকারি দফতর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথেষ্ট সংখ্যায় চোখে পড়ে। কিন্তু বিষয়টি তো তা নয়, দুষ্কৃতীরা তো এই দাবি নিয়ে সেদিন উপস্থিত হননি যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় আচরণ চলবে না, তাঁরা একটি বিশেষ ধর্মাচরণেরই বিরোধিতা করেছিল। না হলে জোর করে সেই ছাত্রদের 'জয় শ্রীরাম' তারা বলতে বাধ্য করত না। কর্তৃপক্ষ বিদেশি ছাত্রদের আলাদা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু যে মানসিকতা থেকে দুষ্কৃতীরা এই আক্রমণ চালাল তার পরিবর্তন হবে কী করে? তা যদি না হয় তবে এমন আক্রমণ ভবিষ্যতে আবারও ঘটবে।

বাস্তবে এই দুষ্কৃতীদের পিছনে প্রশাসনের সমর্থন থাকায় এবং সংখ্যালঘু ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের উপর নানা অছিলায় আক্রমণ চালাতে চালাতে তাদের দুঃসাহস এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, আজ তারা বিদেশি ছাত্রদের আক্রমণ করতেও দ্বিধা করল না। এদের অন্ধতা, অজ্ঞানতা এতই গভীর যে এই আক্রমণের ফলাফল বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। এর দ্বারা বিশ্ব জুড়ে যে ভারত নামক দেশটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং এক ধর্মান্ধ, পশ্চাৎপদ চিন্তার দেশ বলে পরিচিতি বাড়ে, তা বোঝার মতো শিক্ষাও তাদের নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্ণধার সম্পর্কেও যদি একই কথা বলতে হয়, তা হলে তা অত্যন্ত লজ্জার। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভারতের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই 'বসুধৈব কুটম্বকম' (গোটা পৃথিবীই আত্মীয়) কথাটির উল্লেখ করেন। অথচ দেশের মধ্যে বিদ্বেষের শিক্ষাই তাঁর দল অনুগামীদের প্রতিনিয়ত দিয়ে চলেছে। তারই ফল বিদেশি ছাত্রদের উপর এই আক্রমণ। এই ছাত্ররা এ দেশে কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন— রীতিমতো দেশগুলির সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারেই তাঁরা এ দেশে পড়তে এসেছেন, ঠিক যেমন এ দেশের বহু ছাত্রছাত্রীই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যান। সেই দেশগুলির কোথাও যখন আমরা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম বা জাতি বিদ্বেষের শিকার হতে শুনি তখন আমাদের মধ্যে তা গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয়। ঠিক তেমনই এই আক্রমণের ঘটনা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নাগরিকদের মধ্যেও একই রকম উদ্বেগের জন্ম দেবে। সেই অর্থে এই আক্রমণের দায় শেষ পর্যন্ত সরকারেরই।

ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে বিদেশি ছাত্ররা রয়েছেন এই আক্রমণ তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশের ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজ শাসক বিজেপির হাতে বিপন্ন। একে রক্ষা করতে পারে একমাত্র জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ঐক্য, মানবিক সম্পর্কের বাঁধন।

নয়া জুমলা

নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বাংলা থেকে ইডি যে ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর তা গরিব মানুষকে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছে আছে তাঁর। খুব ভাল কথা। এই টাকা তো জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এর সাথে আর একটা হকের টাকা যে জনগণের পাওনা আছে, মোদিজি তা ভুলে গেলেন? নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ১২ হাজার কোটি টাকা ঝুলিতে ভরেছে ভোটবাজ দলগুলি, বিজেপি একাই তার অর্ধেক নিয়েছে। সে টাকা দিয়েছে যে কোম্পানিগুলি তারা ওষুধের দাম বাড়িয়ে, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে নানা ভাবে ক্রেতাকে শোষণ করে সে টাকা উশুল করে নিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙেই। এই টাকা তো গরিবের হকের পাওনা। মোদিজি বলুন না, ওই বেআইনি, অনৈতিক পথে পাওয়া টাকা জনগণের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়া হবে। বিজেপি নিজের ঘরের জমা থেকেই তা শুরু করুক না কেন! ২০১৪ সালে বিদেশ থেকে 'কালা ধন' উদ্ধার করে এনে দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরে দেবেন বলেছিলেন, মোদিজি! সেটা অবশ্য তাঁর যোগ্য সঙ্গতকারী অমিত শাহ 'জুমলা' অর্থাৎ 'কথার কথা' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবারেরটাও কি তাই? 'মোদি কি গ্যারান্টি' মানেই কি তা হলে জুমলা!

বিহারে এসইউসিআই(সি) প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

বিহারের জামুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড সন্তোষ কুমার দাসের মনোনয়নপত্র পেশ উপলক্ষে মিছিল

কোচবিহার কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড দিলীপ চন্দ্র বর্মনের প্রচার-পোস্টার

রায়গঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড সনাতন দত্তের মনোনয়ন পেশ

পাঠকের মতামত

প্রধানমন্ত্রীর সময় কোথায়!

সকলেই দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির সমালোচনা করে বলছেন যে, তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। এ ভাবে তাঁকে বলাটা কি ঠিক?

তিনি যে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন তার জন্য তাঁর সময় কোথায়? এতগুলি মন্ত্রী— কেউ কি কাজ করেন? ধরুন রেলমন্ত্রী, তিনি যদি কাজ করতেন, তা হলে কি মোদিজিকে যত ট্রেন, যত স্টেশনের আধুনিকীকরণ— সমস্ত কিছুর উদ্বোধনে দৌড়তে হত? এরপর আসুন অর্থমন্ত্রকে। সেখানেও কি কাজ হয়? হলে যত প্রকল্প সবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? অর্থমন্ত্রীকে বাজেট পেশ করার সময় মিনিটে মিনিটে মোদিজির নাম উল্লেখ করতে হত কি? প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান দপ্তর যদি কাজ করত তবে কি মোদিজিকে চাঁদে রকেট পাঠানোর বা মঙ্গল অভিযানের আসরে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হত তদারকির জন্য? ক্রীড়ামন্ত্রীও কি কোনও দায়িত্ব পালন করেন? তা না হলে, ক্রীড়াবিদরা মেডেল জিতলে কি প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে অভিনন্দন জানাতে হয়, না তাঁদের চা-চক্রে আপ্যায়িত করতে হয়? প্রতিরক্ষা দপ্তর রয়েছে, কিন্তু ফরাসি দেশ থেকে রাফায়েল বিমান বা ইসরাইল থেকে অস্ত্র কেনার জন্য যাচ্ছেন কে? প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। শিক্ষা দফতরও তথোচিত। নয়তো ছাত্ররা কী ভাবে পরীক্ষায় উত্তর লিখবে, তার জন্য খেটেখুটে 'পরীক্ষা পে চর্চা' নামক টিভি প্রোগ্রাম করতে হয়? ভাবুন তো, উনি দিনে আঠেরো ঘণ্টা কাজ করেন।

এর মধ্যে আবার ভারতের ডংকা বাজাতে তাঁকে এ-দেশ ও-দেশ ছুটতে হয়। আজ আমেরিকা তো কাল মিশরে, পরশু দক্ষিণ আফ্রিকা, না হয় অস্ট্রেলিয়া— একটার পর একটা লেগেই আছে। ভারত কী ভাবে বিশ্বগুরু হয়ে উঠেছে অথবা পাঁচ ট্রিলিয়ান অর্থনীতিকে কী ভাবে ছুঁই ছুঁই করছে, সেটা জানাবে কে? আর কারও বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? আর কেউ বিদেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে অনায়াসে জড়িয়ে ধরতে পারেন, বন্ধুত্বের নিবিড়তা থেকে? আবার তার উপর রয়েছে, হিন্দুত্বের ধ্বজাকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা।

দেশের স্বার্থে কী না করছেন প্রধানমন্ত্রী? কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাম-মন্দির বানাচ্ছেন, অযোধ্যায় আন্তর্জাতিক মানের রেলস্টেশন, বিমানবন্দর তৈরি করছেন, নব কলেবরে সংসদভবন তৈরি করছেন এবং স্বয়ং তার কাজের অগ্রগতির খতিয়ান নিয়েছেন, জলজঙ্গল পাহাড় নির্বিচারে ধ্বংস করে চারধাম যাত্রার পথ সুগম করছেন। আবার ভগবানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য প্রেস-মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হয় অমরনাথের গুহায় নয় তো কন্যাকুমারীর সমুদ্র সৈকতে একান্ত ধ্যানে মগ্ন হতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন সুদূর আরব আমিরশাহীতে মন্দির তৈরি হয়েছে, তার ফিতে কাটার জন্য সেখানেও পাড়ি দিতে হয়! আবার সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত হওয়া মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য 'স্কুবা ডাইভ' পর্যন্ত করতে হয়! একটা মানুষের পক্ষে এতদিক সামাল দেওয়া সম্ভব?

তার উপর আবার বনমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকা থেকে চিতা ধরে এনে শিকারির বেশে তাদের জঙ্গলে ছাড়া আছে, গণ্ডার ধ্বংসে বিচলিত হয়ে হাতির পিঠে চড়ে 'কাজিরাঙ্গার' জঙ্গলে ঘোরা আছে, আবার দেশের সীমান্তে পাহারারত সেনাবাহিনীর যোশ বজায় রাখার জন্য মিলিটারি পোশাকে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া আছে। উফ, কী অসম্ভব পরিশ্রমটাই না করতে পারেন মানুষটা!

এরপর আবার নির্বাচন! আজ মধ্যপ্রদেশ তো কাল কর্ণাটক, পরশু রাজস্থান, তার পরদিন পশ্চিমবাংলা— দেশের এপার থেকে ওপার তাঁকে চষে বেড়াতে হচ্ছে। কোথায় কে বজরংবলীর অসম্মান করল, কোথায় কে সেঙ্গাল লুকিয়ে রাখল, কোথায় কে সনাতন ধর্মকে অপমান করল— সবই তাঁকে সামাল দিতে হচ্ছে। নির্বাচনে তিনি সশরীরে আবির্ভূত না হলে ভোটের বাক্স খালি যাবে। কাজেই একবার হেলিকপ্টার, একবার সেনার বিশেষ বিমান, না হলে জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষায় মোড়া রোড-শো।

দেশের জন্য এত কাজ করা, এতদিক ম্যানেজ করা— এরপর তাঁর সময় কোথায় বলুন তো প্রতিশ্রুতি রক্ষার? কোনটা বেশি বড়— দেশ না প্রতিশ্রুতি!

কে পাঠক,
কলকাতা-৩১

অরুণাচলের নির্বাচনে প্রার্থী পিছু বাজারদর ৩০ কোটি

অন্তত ৩০ কোটি টাকা 'লগ্নি' করার ক্ষমতা না থাকলে অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কোনও লাভ নেই! এমনটাই প্রকাশ পাচ্ছে সেখানকার সংবাদপত্রে। এ কারণেই সে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ১০টি আসনে একমাত্র বিজেপিই মনোনয়ন দিতে পেরেছে। একটা বিধানসভা নির্বাচনে একটিমাত্র দলের দশজন প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া যতই আশ্চর্য লাগুক, এটাই সত্য! এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী চউনা মেইংও আছেন।

'অরুণাচল টাইমস'-এর সম্পাদক তোংমান রিনা 'দ্য হিন্দু'র প্রতিনিধিকে বলেছেন, অরুণাচলে নির্বাচনে কে জিতবে তার একমাত্র নির্ধারক শক্তি টাকার জোর। সে রাজ্যের বহু বিধানসভা আসনে ভোটার সংখ্যা গড়ে মাত্র হাজার পনেরো। তাদের ভোট পেতে এই পরিমাণ লগ্নির ট্র্যাডিশন সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ভোটবাজ দলগুলি। এখন ভোটের যা দর তাতে আসন পিছু ৩০ কোটির নিচে কুলোবে না। তা হলে ৬০ আসনের বিধানসভায় 'লগ্নি' করতে হবে অন্তত ১৮০০ কোটি টাকা!

লগ্নি শব্দটা তোংমান রিনা বেশ জেনে বুঝেই ব্যবহার করেছেন বোঝা যায়। পাঁচ বছর ধরে পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ লাভ এবং মানুষের সম্পদ লুঠের নিশ্চিত সুযোগ গদিতে বসলেই তো হাতে পাবেন মন্ত্রী-নেতারা। অরুণাচল বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নানি বাথের কথায়— সম্পদ আর ক্ষমতার আদানপ্রদানের গ্যারান্টি এই নির্বাচনী ব্যবস্থা।

এত টাকা আছে কার ঘরে? বিজেপি এই মুহূর্তে কেন্দ্রের গদিতে। ইলেক্টোরাল বন্ড সহ নানা সাদা-কালো সব পথে এখন ভোটবাজ দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কামিয়েছে বিজেপি। অরুণাচলেও কংগ্রেস ভাঙিয়ে কয়েক বছর সরকার চালিয়ে এখন তাদের ভাগেই রোজগার বেশি। অবশ্য এই টাকার খেলাটা শুরু করেছিল কংগ্রেসই। ২০১৪-তে একই পথে ১১ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল কংগ্রেস। অরুণাচলের বর্তমান বিজেপি নেতাদের বেশিরভাগই আসলে পুরনো কংগ্রেস নেতা। এই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিজেপি লুঠের খেলার আসরে চালকের আসনে বসেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের জয় হোক! লুঠের কারবারে কর্তারা আরও সিদ্ধিলাভ করুন। তবে দয়া করে নির্বাচনকে আর জনমত বলে লজ্জা দেবেন না!

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু ২৯ মার্চ ও ১ এপ্রিল '২৪)

সিএএ বিরোধী নাগরিক সভা

ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব আইন সিএএ বাতিলের দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ২৩ মার্চ সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বারুইপুরে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় (ছবি)।

বক্তব্য রাখেন সিপিডিআরএস সদস্য ফরমান আলি লস্কর ও বিলকিস বেগম। জেলা কমিটির সভাপতি কানাইলাল দাস বলেন, উদ্বাস্তু মানুষদের পুনরায় দেশছাড়া করার আর একটা পদক্ষেপ সিএএ। রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক এই আইনের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহসম্পাদক সুভাষ জানা, আইনজীবী লীলাময় মণ্ডল। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা সম্পাদক জ্ঞানতোষ প্রামাণিক।

সিএএ-এর ফলে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে কলকাতার টালিগঞ্জে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবার যে অভিযোগ করেছে সিপিডিআরএস তার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

তমলুকে নাগরিক সভা

সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে ৯ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের মানিকতলায় এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ললিত খাঁড়া। বর্তমান সময়ে মানবাধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক ডঃ মঙ্গল নায়েক। এনআরসি-সিএএ চালু, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা, ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরির বিরুদ্ধে সভার সভাপতি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী শেখ জাফরউল্লা, প্রাক্তন শিক্ষক শচীন মান্না এবং সংগঠনের তমলুক শহর কমিটির সম্পাদক তপন জানা।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যার গণদাবীতে প্রথম পাতায় ভারতের আয় বৈষম্যের তালিকায় কিছু তথ্যগত ভুল ছিল। সংশোধিত তালিকাটি এ বার ছাপা হল। ছয়ের পাতায় 'কর্পোরেটের চাঁদাতেও এগিয়ে বিজেপি, সিপিএমও বাদ যায়নি' সংবাদটিতে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে সংগৃহীত তথ্যের তারিখ ভুল করে ১০.৪.২৪ ছাপা হয়েছে। সঠিক তারিখ ১০.৪.২২। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

ভারতে আয় বৈষম্য (২০২২-'২৩)

অর্থনৈতিক বিভাগ	মোট কর্মক্ষম মানুষ	গড় বার্ষিক আয় (টাকা)	মাসিক আয় (টাকা)	দৈনিক আয় (টাকা)
নীচের ৫০ শতাংশ	৪৬.১ কোটি	৭১,১৬৩	৫,৯৩০	১৯৭
মাঝের ৪০ শতাংশ	৩৬.৯ কোটি	১,৬৫,২৭২	১৩,৭৭২	৪৬০
শীর্ষের ০.০০১ শতাংশ	৯,২২৩ জন	৪৮,৫১,৯৬,৮৭৫	৪,০৪,৩৩,০৭৩	

নির্বাচনী বন্ডে টাকা ঢেলেই মিলছে
ওষুধের চড়া দাম ও নিম্ন মানের ছাড়পত্র

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতায় ২৭ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রাখা হয়, তা প্রকাশ করা হল।

বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলো কে কত কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনে শাসকদলকে দিয়েছে তার একটি আংশিক তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের মনে দৃঢ় সন্দেহ, শাসকদলগুলিকে টাকা দেওয়ার কারণেই কি ওষুধের এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি?

সাধারণ মানুষ ওষুধের গুণমান নিয়ে হয়তো অতটা চিন্তিত নন, যতটা চিন্তা তাঁরা করেন ওষুধের দাম নিয়ে। কোন কোম্পানির কী ওষুধ, কী কাজ করে তা নিয়েও মানুষ হয়তো ততটা ভাবিত নয়। তারা অসুখে একটু ওষুধ পেলেই খুশি— তা সে হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধই হোক, কিংবা ডাক্তার না দেখিয়ে দোকান থেকে কেনা ওষুধই হোক। কিন্তু অনেক ওষুধ খেয়েও রোগ না সারলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে কোনও না কোনও ডাক্তারের উপর। সচেতন কিছু মানুষ অবশ্যই ওষুধের গুণমান নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু তাদের অনেকেরই গাঁটের কড়ি খরচ করে নামী কোম্পানির ওষুধ কেনার ক্ষমতা থাকে না। ফলে তারা সরকারের জনমোহিনী বিভিন্ন জনঔষধি প্রকল্প কিংবা পিপিপি-তে চালু ন্যায্যমূল্যের দোকানের খপ্পরে গিয়ে পড়েন। সেখানে অনেক কম দামে ওষুধ মেলে, কিন্তু তার মান কে যাচাই করছে!

নির্বাচন কমিশনের ১৪ মার্চ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ইলেক্টোরাল বন্ডের মারফত ৩৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা বিজেপি সহ কিছু রাজনৈতিক দলের তহবিলে অনুদান দিয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭টি বড় কোম্পানি তাদের ওষুধের গুণমান পরীক্ষায় ফেল করার পরই ওইসব বন্ড কিনে টাকা দিয়েছে এবং যথারীতি ফেল করা ওষুধগুলোও বাজারে রমরমিয়ে চলছে।

২০২২-এর নভেম্বরে ওষুধ কোম্পানি গ্লেনমার্ক ৯.৭৫ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। পেছনের ইতিহাসটা কী? তাদের তৈরি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ 'টেলমা' বারবার ল্যাবরেটরিতে গুণমান পরীক্ষায় ফেল করেছে। এর জন্য ২০২২-২৩ সালে কমপক্ষে পাঁচ বার নোটিসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইলেক্টোরাল বন্ডের নীচে চাপা পড়ে গেছে গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট। 'সিপলা' কোম্পানির ওষুধ র‍্যামডিসিভির। কোভিড অতিমারির সময়ে গুণমান পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও আতঙ্কিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই ওষুধ চড়া দামে কিনতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছিল। আজ প্রকাশ্যে এসেছে, কোম্পানিটি ২০২২-এর নভেম্বরে ২৫.২ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছিল। এর আগেও ওই কোম্পানির কফ সিরাপ 'আরসি কফ' ল্যাবরেটরি টেস্টে ফেল করেছিল। পরের বছরই কোম্পানিটি ১৪ কোটি টাকার বন্ড কেনে।

আরেকটি নামী কোম্পানি 'টোরেন্ট ফার্মা'। এই কোম্পানি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটেই প্রধানত উৎপাদন করে। এই কোম্পানির ওষুধ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড গুণমান পরীক্ষায় ফেল করে ২০১৮ সালে। ওই বছরই এই কোম্পানির আরেকটি ওষুধ 'ডেপল্যাট ১৫০'-কেও নিম্নমানের বলে ঘোষণা করে মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আবার ২০১৯-এ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ 'লোসার এইচ'-কে নিম্নমানের বলে ঘোষণা করে গুজরাটেরই ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে হার্টের ওষুধ 'নিকোরান এলডি' মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গুণমান পরীক্ষায় ফেল করে। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ওই কোম্পানির ডায়েরিয়ার ওষুধ 'লোপামাইড'ও গুণমান পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে। এতগুলো জীবনদায়ী ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় ফেল করার পরেও বাজারে রমরমিয়ে চলতে পারছে কী করে? আসলে ২০১৯ থেকে ২০২৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত এই কোম্পানিটি ৭৭.৫ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছে।

২৭ মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ। বাঁ দিক থেকে স্বপন বিশ্বাস, প্রদীপ ব্যানার্জী, দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সজল বিশ্বাস ও সুদীপ দাস

এবার আইপিসিএ ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের কথা। তাদের তৈরি অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ওষুধ 'ল্যারিয়াগো'-তে কম মাত্রায় ক্লোরোকুইন আছে বলে ২০১৮-য় মুম্বাই ড্রাগ রেগুলেটরের পরীক্ষায় ধরা পড়ে। অথচ এই রিপোর্ট পরে পাল্টে যায় উত্তরাখন্ডের ড্রাগ রেগুলেটরের হাতে। দেখা যাচ্ছে, ওই কোম্পানি ২০২২-২০২৩-এর অক্টোবরের মধ্যে ১৩.৫ কোটি টাকার বন্ড কিনে বিজেপিকে দিয়েছে।

'জাইডাস হেলথকেয়ার' মূলত গুজরাটের ওষুধ কোম্পানি। এর তৈরি 'রেমডিসিভির'-এর একটা ব্যাচের ওষুধের মধ্যে ব্যাক্টেরিয়াজাত এন্ডোটক্সিন পায় বিহার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং একে নিম্নমানের বলে ঘোষণা করে। পরে এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ঘটে। অথচ গুজরাটের ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি এই ওষুধের নমুনা পর্যন্ত সংগ্রহ করেনি। ফলে কোভিডের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে কোম্পানিটি নিম্নমানের ও ক্ষতিকারক এই ওষুধটি চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে। এখন জানা যাচ্ছে, কোম্পানিটি ২০২২-'২৩-এর মধ্যে ২৯ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছে।

এ ছাড়াও, বড় কোম্পানিগুলির মধ্যে ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরি ৮৪ কোটি টাকা, সিরাম ইনস্টিটিউট ৫২ কোটি টাকা, সান ফার্মা ৩১.৫ কোটি টাকা সহ দেশের মোট ৩৫টি ওষুধ কোম্পানি ১ হাজার কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। আমাদের দেশে ওষুধ পরীক্ষার ল্যাবরেটরির বিপুল ঘাটতি থাকায় বেশিরভাগ ওষুধ টেস্টকরাই হয় না। আবার টেস্টে পাঠানোর পরে রিপোর্ট আসতে এতটাই দেরি হয়, যখন গুণমান পরীক্ষায় ফেল করা ওষুধও ওই সময়ের মধ্যে ব্যবহার হয়ে যায়। যতটুকু পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তা কার্যত হিমশৈলের চূড়া মাত্র এবং শাসক দলের নির্বাচনী তহবিলে কয়েক কোটি ঢেলে দিলেই কালা রিপোর্ট সাদা হয়ে যায়। শাসকদল এবং সরকারের মদতে ওইসব কোম্পানি জনগণের পকেট কেটে বিপুল মুনাফা লুটছে শুধু নয়, তাদের মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিচ্ছে।

এবার আসা যাক কোভিড ভ্যাক্সিন কেলেঙ্কারির কথায়। সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিপুল ঘাটতি এবং সরকারি উদাসীনতা ও ভ্রান্ত স্বাস্থ্য পরিকল্পনার ফলে কোভিডে আক্রান্ত হাজার হাজার মানুষ যখন কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে, রাজ্যে রাজ্যে গণচিতা জ্বলছে, লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষ পরিত্রাণের পথ খুঁজছে, তখন মোদিজি মানুষকে থালা বাজাও, তালি বাজাওয়ের নিদান দিচ্ছেন। তাঁর অনুগামীরা মানুষকে গোমূত্র ও গোময় সেবনের নিদান দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য শুধু এতেই থেমে থাকেননি। ভারতবাসীর প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে বিজ্ঞানকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে তিনি ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের আগেই ভ্যাক্সিন দেওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করে দেন। অথচ বিজ্ঞান বলছে, জরুরি ভিত্তিতেও ফাস্ট ট্র্যাক ট্রায়ালের মাধ্যমেও ভ্যাক্সিনের ট্রায়াল শেষ করতে গেলে ন্যূনতম যে সময় লাগে তার অর্ধেক সময়ও তিনি নিলেন না। ফলে ট্রায়াল শেষের আগেই মোদিজির আশীর্বাদে সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি ভ্যাক্সিন 'কোভিশিল্ড' ছাড়পত্র পেয়ে গেল!

আজ প্রকাশ্যে আসছে, ২০২২-এর ১ আগস্ট, ২ আগস্ট ও ১৭ আগস্ট সিরাম ইনস্টিটিউটের মালিক ৫০ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছে। তারপর ওই কোম্পানির মালিক আদার পুনাওয়ালা ২৩ আগস্ট ২০২২ সাক্ষাৎ করেছেন মোদিজির সাথে, আর ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগেই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে 'কোভিশিল্ড'। অতীতের সমস্ত নজির ছাড়িয়ে এর দাম ধার্য করা হল ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা করে। অতীতে ভ্যাক্সিন বিশ্ব জুড়েই বিনামূল্যে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। সেখানে এই রকম একটা চড়া দাম ধার্য করা হল এবং মানুষকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে এই দামে নিতে বাধ্যও করা হল। পরে দেশ জুড়ে আন্দোলনের চাপে সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে চড়া দামে সিরাম ইনস্টিটিউটের থেকে কিনে নিয়ে বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতাল থেকে কিছু মানুষকে ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা করল। পাশাপাশি ওই কোম্পানি বাজারে চড়াদামে কোভিশিল্ড বিক্রি করতে থাকল। বছর শেষে দেখা গেল ওই কোম্পানির মালিক পুনাওয়ালার ঘরে মুনাফা জমল ১ হাজার কোটি টাকা। আর ঘুরপথে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিজেপির ঘরে গেল ৫০ কোটি। সবটাই তো জনগণেরই টাকা। অথচ মানুষ এখনও জানতেও পারল না কোভিশিল্ডের ক্রিয়া এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া কী কী!

কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার জাতীয় ওষুধ নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভেষজ নীতিকে আজ চূড়ান্ত জনবিরোধী করে তুলেছে। ড্রাগ প্রাইসিং অথরিটিকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে সরকার দফায় দফায় অত্যাবশ্যকীয় এবং জীবনদায়ী ওষুধের দাম বিনিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। এমনিতেই ওষুধ কোম্পানিগুলো তার উৎপাদন খরচের উপর মোটামুটি ১ হাজার থেকে ৩ হাজার শতাংশ পর্যন্ত লাভ করে থাকে। তার উপরে ওষুধের বাজার দর বিনিয়ন্ত্রণের ফলে এবং ওষুধের গুণমান পরীক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো দেশে না থাকার ফলে ইতিমধ্যেই ওষুধ কোম্পানিগুলো চড়া দামে অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। যতটুকু গুণমান পরীক্ষা হচ্ছে, তার ফলটাও ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে ইলেক্টোরাল বন্ডের তলায়। নির্বাচনের আগে কোম্পানিগুলো মোটা টাকা শাসক দলের নির্বাচনী তহবিলে ঢেলে দিচ্ছে আর সহস্র খুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। এই সব বন্ডের টাকা বর্তমান শাসক দল বিজেপি এবং স্বাধীনতার পর থেকে সব থেকে বেশি সময় শাসন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজ্যের শাসক আঞ্চলিক দলগুলোও পেয়েছে।

মানুষের চিকিৎসা খরচের ৭০ থেকে ৮০ ভাগই খরচ হয়ে থাকে ওষুধ বাবদ। চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেশের ২৫ শতাংশের মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। আমাদের দেশের বাজার ইতিপূর্বেই নিম্নমানের এবং ক্ষতিকর ওষুধে ভর্তি হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এইসব ক্ষতিকর ওষুধের বৃহত্তম বাজার হিসেবে ভারত চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সেখানে নির্বাচনী তহবিলে ঘুরপথে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলোকে এই বিপুল অঙ্কের টাকা ঘুষ দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের কমপক্ষে ৩৫টি বৃহৎ ওষুধ কোম্পানির অসাধু ব্যবসার লাইসেন্স আজ আরও পাকাপোক্ত হল। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওষুধ সরবরাহ বিপুল ভাবে কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে আজ বাধ্য করা হচ্ছে চড়া দামে বাজার থেকে নিম্নমানের ওষুধ কিনতে। যারা এভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের ভোট দিলে এ জিনিসের পুনরাবৃত্তিই ঘটতে থাকবে। এটা হতে দেওয়া চলে কি?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 33 Bengali Weekly April 5, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

জুনপুটে মিসাইল কেন্দ্রের বিরোধিতায়
ছাত্রদের সাইকেল মিছিল

পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপন করে হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকা উচ্ছেদ ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস করার চক্রান্ত রুখতে ২৯ মার্চ জুনপুট থেকে হরিপুর পর্যন্ত সাইকেল মিছিল করল এলাকার শতাধিক ছাত্রছাত্রী। কাঁথি উপকূলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে বিচুনিয়া হাইস্কুল থেকে শুরু হয়ে মিছিল জুনপুটের প্রস্তাবিত মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং সেখানে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। সামিল হন স্থানীয় গ্রামবাসীরাও। এরপর মিছিল হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রস্তাবিত স্থানে পৌঁছায়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভার পর বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সংগ্রাম কমিটির সভাপতি কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের ছাত্র সুজয় মাইতি বলেন, জুনপুটে সামরিক ঘাঁটি হলে বহু মৎস্যজীবী পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হবে, এলাকায় কোনও কর্মসংস্থান হবে না। অভিভাবকদের জীবিকা চলে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও শিক্ষাজীবন বিপন্ন হবে। তিনি বলেন, জুনপুটে সামরিক ঘাঁটি হলে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমরা এই দুই প্রকল্পেরই তীব্র বিরোধিতা করছি।

এলাকার মানুষ পুষ্পপুস্তক দিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, জীবন দিয়ে হলেও মিসাইল প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলব। আন্দোলনের চাপে প্রকল্পের কাজ বন্ধ আছে, এই কাজ আর শুরু করতে দেব না। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান 'জুনপুটে মিসাইল ও হরিপুরে পরমাণু চুল্লি বিরোধী গণ প্রতিরোধ মঞ্চ'-র সদস্যরা। তাঁরা বলেন, প্রশাসন যদি পুলিশ দিয়ে, লাঠি-গুলি দিয়ে জোর করে এই ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্প স্থাপন করে তাহলে জনগণ জীবন দিয়ে হলেও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সরকার যদি সত্যিই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান চায় তাহলে জুনপুট, হরিপুরে মৎস্য সংরক্ষণ শিল্প ও পর্যটন শিল্প করুক।

আসন্ন ভোট-যুদ্ধে নেমে পড়েছে সব ক'টি ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল। কিন্তু জুনপুট হরিপুরের মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে জীবন-জীবিকা রক্ষার বৃহত্তর আন্দোলনের। ২০০৬ সালের হরিপুরে পরমাণু চুল্লিবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি এখন অমলিন। আবার জাগছে জুনপুট, হরিপুর।

স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঘেরাও-বিক্ষোভ

স্মার্ট প্রিপেড মিটার ও টিওডি সিস্টেম বাতিল, বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ২৩ মার্চ দরখাস্ত দেন। এদিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক মিছিল করে কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরের পাঁশকুড়া ও নন্দকুমার কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে অ্যাবেকা-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাশাপাশি, পাঁশকুড়া ও নন্দকুমারের গ্রাহকরা ব্যক্তিগতভাবে 'স্মার্ট মিটার চাই না' এই মর্মে বিদ্যুৎ গ্রাহক দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়রকে গণ

সংগঠনের জেলা নেতা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, গ্রাহকদের টাকা লুট করার যন্ত্র হল স্মার্ট প্রিপেড মিটার। এটা আমরা চালু করতে দেব না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাহক প্রতিরোধে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা গিয়েছে। ফলে সর্বত্র গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

পাক সীমান্ত হুসেনিওয়ালায়
শহিদ স্মরণ এআইডিএসও-র

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের হুসেনিওয়ালা। শতদ্রু নদীর বাঁধের উপরের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই চেকপোস্ট। এই চেকপোস্টের আগে অবস্থান করছে 'হুসেনিওয়ালা শহিদ স্মারকস্থল'। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার তিন বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দেওয়ার পর ব্রিটিশ পুলিশ এই জায়গাটিতেই মৃতদেহগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এই স্মারকস্থলে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে ২৩ মার্চ শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক ও পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিটের আহ্বায়ক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ, সর্বভারতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য কমরেড রাহুল সরকার। প্রতি বছর এই সময়ে শহিদ স্মারকস্থলে অনুষ্ঠিত মেলায় পাঞ্জাব সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। মেলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বুকস্টল হয়। বহু মানুষ আগ্রহ নিয়ে সংগঠনের নানা বইপত্র সংগ্রহ করেন (ছবি)।

মার্ক্সবাদ ও সংগ্রামী বামপন্থার আদর্শে এস ইউ সি আই (সি)
একক শক্তিতে লোকসভায় ১৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৫১টি আসনে লড়ছে

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভায়
এস ইউ সি আই (সি)-র ৪২ জন প্রার্থী

১। কোচবিহার	ঃ দিলীপ চন্দ্র বর্মন	২২। যাদবপুর	ঃ কল্পনা দত্ত
২। আলিপুরদুয়ার	ঃ চন্দন ওরাওঁ	২৩। কলকাতা দক্ষিণ	ঃ জুবের রব্বানি
৩। জলপাইগুড়ি	ঃ রামপ্রসাদ মণ্ডল	২৪। কলকাতা উত্তর	ঃ ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র
৪। দার্জিলিং	ঃ ডাঃ শাহরিয়ার আলম	২৫। হাওড়া	ঃ উত্তম চ্যাটার্জী
৫। রায়গঞ্জ	ঃ সনাতন দত্ত	২৬। উলুবেড়িয়া	ঃ নিখিল বেরা
৬। বালুরঘাট	ঃ বীরেন মহন্ত	২৭। শ্রীরামপুর	ঃ প্রদ্যুৎ চৌধুরী
৭। মালদহ উত্তর	ঃ কালীচরণ রায়	২৮। হুগলি	ঃ পবন মজুমদার
৮। মালদহ দক্ষিণ	ঃ অংশুধর মণ্ডল	২৯। আরামবাগ	ঃ সুকান্ত পোড়েল
৯। জঙ্গিপুর	ঃ সামিরউদ্দিন	৩০। তমলুক	ঃ নারায়ণ নায়ক
১০। বহরমপুর	ঃ অভিজিৎ মণ্ডল	৩১। কাঁথি	ঃ মানস প্রধান
১১। মুর্শিদাবাদ	ঃ মহাফুজুল আলম	৩২। ঘাটাল	ঃ দীনেশ মেইকাপ
১২। কৃষ্ণনগর	ঃ ইসমত আরা খাতুন	৩৩। ঝাড়গ্রাম	ঃ সুশীল মান্ডি
১৩। রানাঘাট	ঃ পরেশ হালদার	৩৪। মেদিনীপুর	ঃ অনিন্দিতা জানা
১৪। বনগাঁ	ঃ পতিতপাবন মণ্ডল	৩৫। পুরুলিয়া	ঃ সুস্মিতা মাহাত
১৫। ব্যারাকপুর	ঃ দেবাশীষ ব্যানার্জী	৩৬। বাঁকুড়া	ঃ তারাশঙ্কর গোপ
১৬। দমদম	ঃ বনমালী পণ্ডা	৩৭। বিষ্ণুপুর	ঃ সদানন্দ মণ্ডল
১৭। বারাসাত	ঃ সাধন ঘোষ	৩৮। বর্ধমান পূর্ব	ঃ নির্মল মাজি
১৮। বসিরহাট	ঃ দাউদ গাজি	৩৯। বর্ধমান-দুর্গাপুর	ঃ তসবিরুল ইসলাম
১৯। জয়নগর	ঃ নিরঞ্জন নস্কর	৪০। আসানসোল	ঃ অমর চৌধুরী
২০। মথুরাপুর	ঃ বিশ্বনাথ সরদার	৪১। বোলপুর	ঃ অধ্যাপক বিজয় দোলুই
২১। ডায়মন্ডহারবার	ঃ রামকুমার মণ্ডল	৪২। বীরভূম	ঃ আয়েশা খাতুন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী

১। বরানগর	ঃ সমর সিন্‌হা
১। ভগবানগোলা	ঃ ওমর খৈয়াম

Editor : Amitava Chatterjee Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 Phone: 9433451998, 9432889347 E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com